শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা: নিরূপণ

(Deafblindness: assessment)

প্রকাশ কাল: মার্চ ২০১১

Sense International (India) প্রকাশিত "Handbook on Deafblindness" থেকে সংকলিত।

বাংলা রূপান্তর ও অনুবাদ: খসরু মইন তানবির আহমেদ

ডিজাইন ও প্রচ্ছদ: লেফটেন্যান্ট (অবঃ) এম. আজিজুর রহমান

কম্পিউটার ইলাস্ট্রেশন: মোঃ শারাফাত আলী

সম্পাদনায়: সাদাফ নূরী চৌধুরী

প্রকাশনায়:
সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)
ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার অন ডেফব্লাইন্ডনেস
বাড়ী নং-সি/৮৮, রোড নং-১৩/এ, ্বনানী, ঢাকা।

অর্থায়ন ও সহযোগিতায়:
UK Aid
Sense International

প্রারম্ভিক কথা

বাংলাদেশে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে কার্যক্রম অতি সম্প্রতি বিস্তৃত হতে শুরু করেছে। বলতে গেলে ২০০৭ সালের আগে এ নিয়ে উল্লেখ করার মত তেমন কোন উদ্যোগ এদেশে নেয়া হয়নি। একটি মানুষ, যে দেখতে পায় না, একই সাথে শুনতে পায় না এবং কথা বলতে পারে না, এরাই শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নে, অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানাবিধ উদ্যোগ গৃহিত হয়েছে, জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণীত হয়েছে, জাতীয় নীতিমালা রয়েছে, সরকারী কর্মসূচী রয়েছে। বেসরকারী পর্যায়ে উল্লেখ করার মত উদ্যোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। তবে এসব কিছুতে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়নি।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সনাক্তকরণ ও নিরূপণে নানাবিধ পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সঠিক অবস্থা নিরূপণের উপর পরবর্তী উন্নয়ন কর্ম কৌশল একান্তভাবে নির্ভরশীল। Sense International প্রকাশিত Handbook on Deafblindness" এ নিরূপণ সম্পর্কিত অধ্যায়টির বাংলা অনুবাদ ও রূপান্তর এই প্রকাশনায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সিডিডি ইতোমধ্যে উল্লেখিত প্রক্রিয়া অনুসরণে দুই শতাধিক শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমস্যা নিরূপণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। এই প্রক্রিয়ায় সঠিক অবস্থা নিরূপণ ও তার যথাযথ লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশাকরি।

সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) ২০০৮ সালে UK Aid এর অর্থায়নে ও Sense International এর সার্বিক সহায়তায় বাংলাদেশে ৬টি সহযোগী সংগঠনের মিলিত প্রচেষ্টায় ৬টি জেলায় স্বল্প পরিসরে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নে কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ায় এযাবৎ দুই শতাধিক শ্রবণদৃষ্টি মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে এবং সম্প্রতি আরও নতুন ১০টি সহযোগী সংস্থাকে অন্তর্ভূক্ত করে এ সংখ্যাকে ৮০০ জনে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

ইতিমধ্যে সিডিডি ঢাকা শহরে “National Resource Centre on Deafblindness” নামে একটি তথ্য ও সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এই কেন্দ্রে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে। বিগত ২ বছর সময়কালে সিডিডি ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ১৫ জন কর্মীকে Sense International এর সহায়তায় ভারতে ও স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরীতে সক্ষম হয়েছে। এই National Resource Centre on Deafblindness থেকে এযাবত শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়নের প্রয়োজনীয় নানাবিধ উপকরণ তৈরী ও বিতরণ করেছে এবং ক্রমাগতভাবে এর উন্নয়ন কাজ চলছে।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন শিখন উপকরণ তৈরী প্রক্রিয়ায় সিডিডি এবারে প্রকাশ করছে Sense International প্রকাশিত “Handbook on Deafblindness”এর বাংলা অনুবাদ ও রূপান্তর। বইটির নাম দেয়া হয়েছে “শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা: তথ্য সম্ভার”। যারা প্রতিবন্ধী জনগণের উন্নয়নে কাজ করেন তারা প্রতিবন্ধী জনগণেরই একটি অংশ শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন কাজ করার ক্ষেত্রে অধিকতর আত্মবিশ্বাসী হবেন বলে আমাদের ধারণা। সর্বোপরি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের বাবা-মা বা পরিবারের সদস্যদের জন্য এই বইটি তাদের পরিবারের শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষটির উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে বলে আশাকরি।

সিডিডি কর্তৃক পরিচালিত শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সকল কর্মকান্ডে সহায়তার জন্য Sense International India এবং এর সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই দূরূহ কাজগুলো সম্পদনে আর্থিক সহায়তার জন্য টক অরফ এর প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সাদাফ নূরী চৌধুরী
ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার
ন্যাশনাল রিসোর্স সেন্টার অন ডেফব্লাইন্ডনেস, সিডিডি

এ.এইচ.এম. নোমান খান
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন্ ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি)

নিরূপণ

নিরূপণ ও মূল্যায়ন বিশেষায়িত শিক্ষা ব্যবস্থার এমন দুটি উপাদান যা স্কোর, মানদন্ডের পার্থক্য ও কার্যক্রমের মাত্রার চেয়ে বেশি কিছু। বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর সক্ষমতার মাত্রা কতটুকু তা আমরা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিমাপ করে থাকি। অপরদিকে নিরূপণ হচ্ছে একটি চলমান প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শিশুর সক্ষমতা ও কী ধরনের সেবা প্রয়োজন রয়েছে তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। শিশুর কী ধরনের চাহিদা রয়েছে তা নিরূপণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। এর মধ্যে তার সামাজিক, শরীর সম্পর্কীয় এবং শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভূক্ত থাকে, যা শিশুর প্রয়োজনীয় সেবা ও সুযোগসমূহকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। নিরূপণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে কোন ব্যক্তির সক্ষমতা ও দূর্বলতাকে চিহ্নিত করবার মাধ্যমে তার জন্য কী ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম প্রয়োজন নির্ধারণ করা এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা তৈরি করা হয়ে থাকে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে নিরূপণ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহের একটি পদ্ধতি। এটি কোন কার্যক্রমকে বর্ণনা করে, তার প্রয়োজন বা চাহিদাকে নির্দেশ করে এবং লক্ষ্য ও অগ্রগতিকে নির্ণয় করে।

নিরূপণ বলতে আমরা কী বুঝি:

নিরূপণ বিভিন্ন উপায় বা পন্থায় তথ্য সংগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন শিশুকে পরীক্ষা করা, বিভিন্ন পরিবেশে পর্যবেক্ষণ করা, তার পরিবারের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করা। যে কাজের জন্য শিশুর নিরূপণ করা হয় তা বাস্তবায়নের পূর্বে অবশ্যই নিরূপণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

শিশুর বিকাশের জন্য তার শিক্ষক বা থেরাপিষ্ট যে সামগ্রিক পরিকল্পনা বা কর্মসূচি গ্রহণ করে তার প্রথম ধাপ হচ্ছে নিরূপণ। একাজের জন্য প্রথমে শিশুর যে সকল ক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে তা চিহ্নিত করে নিরূপণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পারস্পরিক যোগাযোগ দক্ষতা, শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির সক্ষমতা, অনুভূতি বা বোধের মাত্রা, শারীরিক সমস্যা, সামাজিকীকরনের সক্ষমতা, ব্যক্তিগত বিষয়াদী, যেমন- তার পছন্দ, অপছন্দ, কার্যক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়। নিরূপণের মধ্যে শিশুর চিকিৎসা ও শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অন্তর্ভূক্ত থাকে। নিরূপণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে যখন কোন শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর নির্দিষ্ট কোন চাহিদা বা প্রয়োজনকে নির্ণয় করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি এবং সে অনুযায়ী সেবা প্রদানের একটি ভিত্তি দান করে।

নিরূপণের মাধ্যমে সকল তথ্য সংগ্রহের পরে সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষেপিত বিবরণ ব্যবহার করে তার সারসংক্ষেপ তৈরি করা হয়। নিরূপণের মাধ্যমে শিশুর দক্ষতা ও শিখনের বাস্তব অবস্থা আমাদের সামনে উন্মোচিত, উপস্থাপিত হয়। কোন কার্যক্রম সম্পন্ন হবার পরে তা কতটুকু সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেটা যাচাইয়ের জন্য মূল্যায়ন হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি আমাদের কাজ সঠিক পথে রয়েছে কিনা। ফলে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য কোন কার্যক্রম উপযোগী হবে সেটা আমাদের সামনে পরিদৃষ্ট হয় এবং সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা সম্ভব হয়।

পরিশেষে বলা যায়, নিরূপণ ব্যবস্থার মধ্যে শিশুর পারস্পরিক যোগাযোগ, মনোভাব বা ধারা, প্রাত্যহিক কর্মকান্ড ও মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, আচার-আচরণ সবই মূল্যায়িত হয়ে থাকে (যখন যেটা প্রযোজ্য)। আমরা যখন পরিবার, বাড়ী ও শ্রেণীকক্ষকে মূল্যায়িত করবো সে সময় কাজের লক্ষ্য, এর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং অগ্রাধিকারকে বিবেচনা করা আবশ্যক।

নিরূপণের লক্ষ্যসমূহ:

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর সাথে কাজ করবার সময় নিজেই নিজের কাজকে যাচাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা যাই করি না কেন নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে 'কেন' করছি? কেন শিশু এই আচরণের সাথে মানিয়ে নিতে পারবে? এর মধ্য দিয়ে কী উদ্দেশ্য অর্জিত হবে? এটি কী বোঝায় বা নির্দেশ করছে? প্রতিনিয়ত এই প্রশ্ন করা ও তার উত্তর খোজার মধ্য দিয়ে আমরা শিশুর বিচিত্র আচরণের কারণ অনুধাবন করতে সক্ষম হব। যা আমাদের সামনে বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির দুয়ার উন্মোচিত করবে। এর ফলে শিশু সম্পর্কে আমরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়ে থাকি। শিশুকে নিয়মিত নিরূপণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, শিশু সম্পর্কে কেন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা। পরিস্কার ধারণা থাকতে হবে নিরূপণ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে আমরা কী করতে চাই, কিভাবে আমরা এই তথ্য ব্যবহার করবো এবং এই তথ্য কে কে জানবে এবং এই তথ্য শিশুর সাথে আমাদের মিথস্ক্রিয়া ও কাজের সম্পর্ক পরিবর্তনে কিভাবে প্রভাবিত করবে। নিরূপণের নানাবিধ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং নিরূপণের উদ্দেশ্য ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এর মাধ্যমে নিরূপণের জন্য যেসকল টুলস রয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ফলাফলকে প্রকাশ করা যেতে পারে।

নিরূপণের উদ্দেশ্য:

কোন শিশুর যদি জন্ম থেকেই শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা থাকে বা পরবর্তী জীবনে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে তবে আমাদের নিরূপণের উদ্দেশ্য কী হবে? এক্ষেত্রে আমরা শিশুর ইন্দ্রিয়ের অবস্থা, মোটর লেভেল, মানসিক অবস্থা, পারস্পরিক যোগাযোগের দক্ষতার মাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ আমাদের নিরূপণের উদ্দেশ্য হতে পারে। প্রতিটি নিরূপণে কার্যক্রমে চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যের সন্নিবেশন থাকে যাতে শিশুর দৃষ্টির তীক্ষéতা ও শ্রবণ তন্ত্রের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এসকল তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিরূপণকারী শিশুর প্রযোজন বা চাহিদার একটি সামগ্রিক চিত্র দাঁড় করান এবং এই চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণের জন্য কী কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন- কখনও এমন হতে পারে নিরূপণের সময় শিশুর চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য জানার সুযোগ পাওয়া গেল না। এসকল ক্ষেত্রে শিশুর বাবা-মা এর নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই তথ্য আমাদেরকে অন্যান্য তথ্যের মধ্যে যোগসুত্র স্থাপনে সহায়তা করবে। যা শিশুর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সামনে একটি চিত্র উপস্থাপন করে। ফলে শিশুর সম্পর্কে আমাদের করণীয় নির্ধারণে এটি ভূমিকা রাখবে।

শিক্ষক, বাবা-মা, যে সকল ব্যক্তি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কাজ করছেন নিরূপণ তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করে থাকে-

- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর সক্ষমতা ও দূর্বলতাকে চিহ্নিত করতে।
- শিশুর বিকাশের মাত্রা সম্পর্কে ধারণা পেতে।
- শিশুর বিভিন্ন প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে জানা। যেমন- সামাজিক, পরিবেশগত, পারিবারিক, চিকিৎসা সংক্রান্ত এবং যোগাযোগের চাহিদা।
- কী শেখাতে হবে এবং কোন পদ্ধতি শিশুর শিখনের জন্য উপযোগী তার জানা।
- শিশুর জন্য যথাযথ কার্যক্রম নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন কৌশল চিহ্নিত করা।
- শিশুর জন্য যথাযথ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজানো এবং শিশুকে অন্তর্ভূক্ত করা।
- প্রয়োজনীয় ও খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা, দৃষ্টি ও চলাচলের উপকরণ এবং কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে ধারণা।
- প্রত্যেক শিশুর জন্য ব্যক্তিগত শিখন পরিকল্পনা (আইইপি) তৈরি করা।

নিরূপণের প্রকারভেদ:

প্রচলিতভাবে নিরূপণের যে সকল প্রক্রিয়া রয়েছে তার মধ্যে প্রমিত পরীক্ষা এবং নিয়মতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণ অন্যতম। বিভিন্ন ধরনের নিরূপণ যেমন আদর্শ নিরূপণ, মানদন্ডের ভিত্তিতে নিরূপণ, পাঠ্যক্রম ও দক্ষতা ভিত্তিক নিরূপণ, আনুষ্ঠানিক নিরূপণ, কার্যকর ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিরূপণ সবই একে অপরের পরিপূরক। নিরূপণ মাধ্যমে শিশু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শক্ত ভিত্তি প্রদান করে।

যদি একাধিক নিরূপণ প্রণালী অনুসরণ করা হয় তবে ক্লিনিক্যাল ও কার্যগত নিরূপণের সমন্বয়ে করাই উত্তম। এক্ষেত্রে কার্যগত নিরূপণের উপরে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। এর মাধ্যমে শিশুর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য লাভ করা সম্ভব হবে। আমরা যে পদ্ধতিতেই নিরূপণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করি না কেন আমাদেরকে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে যে সকল শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গত সমস্যা রয়েছে তাদেরকে নিরূপণ প্রক্রিয়ার আওতায় আনার বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলো হতে পারে-

- বিভিন্ন ধরন ও মাত্রার চাহিদা
- আচার আচরণের নির্দিষ্ট কোন ধরন পরিরক্ষিত হয় না
- ইন্দ্রিয়ের কাজের পরিবর্তনশীলতা বা অস্থিরতা
- অসুস্থতা ও অন্যান্য শারীরিক অবস্থা ও প্রতিবন্ধিতা (যেমন মৃগী, জোড়া শক্ত হয়ে যাওয়া ইত্যাদি) শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর স্বাস্থ্যের উপরে প্রভাব ফেলে
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু ও নিরূপণকারীর মধ্যকার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য
- যে সকল ইন্দ্রিয় তথ্য গ্রহণে সহায়তা করে তার ক্ষতি, বিকৃতি বা অনুপস্থিতির কারণে শিশুর কোন কাজে সাড়া প্রদান করা, সে কাজকে নিজের মতো করে পরিবর্তন করা, উপলব্ধি করা এবং সময় ও স্থান সম্পর্কে ধারণাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- যেসকল কাজ শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর প্রাত্যহিক কর্মকান্ডের অন্তর্ভূক্ত নয় বা যা শিশুকে অপরিচিত মানুষের মুখোমুখি করে সেটা শিশুর উপরে চাপ তৈরি করে, বিভ্রান্ত করে। এই অবস্থার সম্মুখীন হলে এ থেকে শিশু সহজে বের হয়ে আসতে পারে না।
- কোন কিছুর প্রতি মনোযোগের মাত্র অত্যন্ত সীমিত।
- সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দিনের কোন সময়ে কী কাজ করা হচ্ছে সেটা শিশুর ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। তাই শিশু কোন সময়ে কী কাজ করছে তার উপরে নির্ভর করে শিশু কিভাবে সাড়া প্রদান করবে।
- যে পরিবেশে নিরূপণের কাজ করা হবে তাতে যদি শিশু স্বস্তি বোধ না করে তবে যথাযথ তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে। যা এর ফলাফলকে প্রভাবিত করবে।
- নিরূপণে কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।
- শিশু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সাথে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করতে পারে। যাকে ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত দূরূহ।
- মেডিকেশন শিশুর সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

নিরূপণ প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা যদি কিছু বিষয়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি তবে শিশুর স্বতন্ত্র্য শিখন প্রক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গভীর ভাবে জানা সম্ভব হবে। নিরূপণের সময় যদি কোন বিষয়কে বেশী গুরুত্ব প্রদান এবং কোন বিষয়কে কম গুরুত্ব প্রদান করা হয় তবে শিশুর তথ্য প্রদানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এখানে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো যা নিরূপণকে প্রভাবিত করতে পারে-

- শিশুর দক্ষতার চেয়ে সমস্যাকে বেশী গুরুত্ব দিলে।
- শিশু যেসকল বিষয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করে সেগুলোকে বিবেচনা না করলে।
- যে সকল কাজ শিশুর জন্য খুবই দু:সাধ্য ও চ্যালেঞ্জের।
- যে কাজে শিশু কোন আনন্দ পায় না। এটি খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
- শিশুর কাছে কোন কিছু প্রত্যাশা করা - শিশু পারবে অথবা পারবে না।
- নিরূপণের জন্য যে সকল প্রক্রিয়া নির্বাচন করা হয়েছে তা যদি যথার্থ না হয়।
- ক্লিনিক্যাল নিরূপণের জন্য যে সকল প্রক্রিয়া অনুসরন করা হয় তা (সময়, অবস্থান, উপকরণ, প্রত্যাশিত ফলাফল ইত্যাদি)
- শিশুর সামগ্রিক চিন্তা চেতনা সম্পর্কে ধারণার অভাব।
- নিরূপণকারীর পূর্ব নির্ধারিত চিন্তা ভাবনা (যদি কোন নির্দিষ্ট ফলাফলো প্রত্যাশা করে এবং সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে)।
- শিশুর প্রতিক্রিয়া কী হবে? শিশু বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে কি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করবে সে সম্পর্কে নিরূপণকারীর পরিস্কার ধারণা থাকে না)

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর কার্যকর নিরূপণের জন্য মূল উপাদানসমূহ:

বারবারা মাইলস (২০০০) এর মতে-'শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু অথবা বহুবিধ প্রতিবন্ধী শিশুর পৃথিবী ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ যতটুকুর মধ্যে সে বিচরন করে।' এসকল শিশুর মধ্যে অনেকেরই কিছু পরিমাণ শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি রয়েছে। এই শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির সমস্যা মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে সীমিত করে ফেলে। কোন বস্তু, কোন ঘটনা দেখে বা শুনে কিছু শেখাও শিশুর জন্য দূরহ। সাথে সাথে বাড়ী, স্কুল ও সমাজ সম্পর্কে অর্থবোধক ধারণা নির্মাণে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

একটি নিরূপণ প্রক্রিয়াকে সফল, সার্থক ও যথার্থভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে-

১. পরিবারের অংশগ্রহণ:

- নিরূপণের সকল পর্যায়ে পরিবারের সদস্যবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকে নিয়ে তার পরিবার কী ভাবছে, কোন বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান করছে, স্বল্প সময়ের জন্য কোন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে কিনা, ভবিষ্যতে শিশুকে কোন পর্যায়ে ও অবস্থায় দেখতে চায় সে বিষয়ে তাদের মনোভাব জানা।
- নিরূপণ পরিকল্পনা প্রণয়নে, নিরূপণের সময় পরিবারের সদস্যদের মতামত গ্রহণ। এবং নিরূপণে কি উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে তাদের মনোভাব, মতামত জানা।
- শিশু তার পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলে প্রাত্যহিক কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে এবং তাদেরকে বিশ্বাস করে। তাই নিরূপণ প্রক্রিয়ার কোন কোন কাজ শিশুর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা করা যেতে পারে।

- পরিবারের যে কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া।

২. নিরূপণ প্রক্রিয়ায় একাধিক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করা:

- শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর নিরূপণ তার পরিচিত ও যে পরিবেশে সে অভ্যস্থ সেখানে হতে হবে।
- শিশুর জন্য এমন কাজ নির্ধারণ করতে হবে যাতে সে অভ্যস্থ এবং একাজ সে প্রতিদিন করে থাকে। এর মাধ্যমে শিশুর দক্ষতা পরিমাপ করা সম্ভব হবে।
- বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নিরূপণ দল তৈরি করা উচিত। এর ফলে একজন সদস্য তার জ্ঞান , দক্ষতা অন্যের সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হবে।
- দলীয় নিরূপণ ফলোআপ করা। নিরূপণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই ফলোআপ করা যেতে পারে।
- শিশুর আচরণগত দক্ষতা বিকাশের জন্য ব্যক্তিগত শিখন পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং স্বল্প মেয়াদী উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করা।

৩. নিরূপণ কৌশলসমূহ:

- শিশুর বর্তমান শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির অবস্থা বিবেচনা করে তার সাথে মিথস্ক্রিয়ার প্রথম ধাপ নির্ধারণ করতে হবে। শিশুর পছন্দের রং, আকৃতি ও শব্দের সমন্বয়ে কোন খেলনা বা বাস্তুকে চিহ্নিত করা ও শিশু এটিকে পরিস্কার ভাবে দেখতে ও এর শব্দ শুনতে পাবে এমন স্থানে রাখতে হবে। যখন শিশু তার পূর্ণ মনোযোগ খেলনার দিকে নিবদ্ধ করবে তখন একে ধীরে ধীরে সরাতে হবে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে শিশু কিভাবে এই কাজে অংশগ্রহণ করে, সাড়া প্রদান করে।
- শিশুর জন্য কোন যোগাযোগ কার্যক্রম বিদ্যমান থাকলে তা ব্যবহার করা। পারস্পরিক যোগাযোগের সময় শিশুর আচরণে কোন পরিবর্ত আসছে কিনা তা লক্ষ্য করতে হবে। এই অভিজ্ঞতা অন্যদেরকে অবহিত করা প্রয়োজন।
- দলের মধ্য থেকে একজন সহায়ক নির্বাচন করুন। এবার শিশুর সাথে যারা কাজ করছে তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে।
- শিশুর পারিবারিক কর্মপরিকল্পনা থেকে কাজ নির্বাচন।
- শিশুর জন্য এমন কাজ নির্বাচন করতে হবে যা তার বয়সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শ্রেণী কক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।
- শিশুকে তার পছন্দ অনুযায়ী কাজ করতে বলুন। কার্যসূচি অনুসরন করুন এবং শিশু সেটা অনুসরন করছে কিনা তা লক্ষ্য করুন।
- শিশুর অনুধাবন ও সাড়া প্রদানের মাত্রা নিরূপণের জন্য দক্ষতা প্রয়োজন। শিশু কী কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করছে? একাজের জন্য তার কি ধরনের সহায়তা প্রয়োজন? যদি প্রাত্যহিক রুটিন পরিবর্তন হয় তবে শিশুর কী প্রতিক্রিয়া হয়? শিশুর পছন্দ কিভাবে বোঝা যায়? নিরূপণের সময় এ বিষয়গুলো জানতে হবে।

যে সকল বিষয় নিরূপণ করা হয়েছে তার উপরে ভিত্তি করে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা আবশ্যক। এ প্রতিবেদনে দলের সকলের কাজের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রতিবেদনে কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় কিছু বিষয়কে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে-

সামাজিক/পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্র (এর মধ্যে শব্দ করা, অভিব্যক্তি, দৃষ্টি নিবন্ধন, চলাচলের গতিপথ পরিবর্তন, সতর্ক হওয়া, কথা বলা, ইশারা করা অন্তর্ভূক্ত থাকে)-

- শিশু পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য বা বার্তা গ্রহণ এবং নিজের মনোভাব প্রকাশের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে?
- শিশু কীভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে?
- শিশু নিরূপণকারী, বাবা-মা ও তার বন্ধুদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করে? (নির্দেশনা, কথার মাধ্যমে, গতিপত পরিবর্তনের জন্য থামা)
- কে শিশুর সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করছে?
- কীভাবে যোগাযোগ স্থাপন করছে?
- শিশু কোন উপায়ে বা পন্থায় অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পছন্দ বা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে?
- নির্দেশনার জন্য যে বস্তু ব্যবহার করা হয় তা কি শিশু সনাক্ত করতে পারে?
- শিশু এগুলো কীভাবে ব্যবহার করে?
- পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে কী বিষয় নিয়ে যোগাযোগ সংগঠিত হয়?
- সে কি নিজ উদ্যোগে পারস্পরিক যোগাযোগ শুরু করতে পারে?
- শিশু কি নিজ ইচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় যোগযোগ করে?
- শিশু কি অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে নির্দেশনা ব্যবহার করে?
- শিশু কি কোন কাজের সাথে তাল মেলাতে পারে?

সেন্সরি / মোটরের ক্ষেত্রে:

- শিশু কী ধরনের বুননের কাপড়, সংগীত, জিনিসপত্র, রং বা কাজ পছন্দ বা অপছন্দ করে?
- বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গত কাজের ক্ষেত্রে শিশুর সহনশীলতার মাত্রা?
- যে সকল ইন্দ্রিয়গত বিষয়ের সাথে শিশু পরিচিত নয় তা জানার আগ্রহ কতটুকু? শিশু কী ব্যক্তি, বস্তু বা খাদ্য সমগ্রী স্পর্শের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল?
- যে সকল কাজ শিশুর শরীরের উপরে চাপ তৈরি করে সেগুলো কী শিশু উপভোগ করে?
- তার হাটা-চলার ধরন কেমন?
- সে কি দ্বিমূখী অবস্থানের সম্মুখীন হয়?
- শিশুর শারীরিক সক্ষমতা কোন কাজে তার অংশগ্রহণকে কিভাবে প্রভাবিত করে? (মোটর পরিকল্পনা? শারীরিক সক্ষমতা? আওতাভূক্ত ও আয়ত্বের মধ্যে?)
- এর জন্য কী ধরনের সহায়তা ব্যবহার করা হয়? এর ফলাফল কি?
- কোন কাজের ক্ষেত্রে কোন অবস্থান শিশুর জন্য সঠিক, আরামপ্রদ এবং নড়াচড়ার জন্য সর্বোত্তম?

কর্মক্ষম দৃষ্টি শক্তি ক্ষেত্রে :

- অবশিষ্ট দৃষ্টি শক্তির যথাযথ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়?
- কীভাবে কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধন ও তা অনুসরন করে?
- শিশু তার দৃষ্টি শক্তি ব্যবহার করে কাছে ও দুরের বস্তু কিভাবে দেখে?

- শিশুর দৃষ্টি শক্তির বিষয়ে পর্যবেক্ষণ কী?
- শিশুর দৃষ্টি শক্তি কি অটুট রয়েছে?
- শিশু যখন কোন কিছুর সাথে মিথস্ক্রিয়া করে তখন সে কি তার দিকে তাকায়? নাকি প্রথমে দৃষ্টিপাত করে তারপরে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়?
- শিশু কি তার পছন্দের রং এর প্রতি দূর্বলতা প্রকাশ করে? স্থির কোন কিছুর চেয়ে চলমান বস্তুকে পছন্দ করে?
- চশমা বা অন্যকোন উপকরণ ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে? এটি কি শিশুর জন্য সহনীয় বা উপযোগী? সে কি এটি ব্যবহার করে?
- তীব্র আলো তার উপরে কোন প্রভাব ফেলে?
- শেখার জন্য শিশু কোন উপায় বা পন্থাকে বেছে নেয়? দেখে, শুনে বা স্পর্শের মাধ্যমে শেখা?

কার্যক্ষম শ্রবণ শক্তির ক্ষেত্রে:

- শিশু কি শব্দ সম্পর্কে সচেতন?
- শিশু কি শব্দ থেকে সতর্ক থাকে? সে কি শব্দের সাথে পরিচিত? নির্দিষ্ট মাত্রায় শব্দ করতে পারে? অনেক শব্দের মধ্য থেকে কোন নির্দিষ্ট শব্দকে পৃথক করতে পারে?
- অনেক শব্দের মধ্যে শিশু কি নির্দিষ্ট শব্দে সাড়া প্রদান করে?
- যে কোন শব্দে শিশু কি ভীত হয়ে পড়ে?
- শিশু কি কোন শব্দকে পছন্দ বা অপছন্দ করে?
- রুটিন অনুসরণের জন্য বলা হলে শিশু কি তা অনুধাবন করতে পারে? সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে?
- মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে তাকে শনাক্ত করতে পারে?
- নিরূপণের সময় শব্দ শুনে শিশু কি সে অনুযায়ী সাড়া দেয়? এই শব্দ হতে পারে কণ্ঠস্বর, গান বা কথা।
- শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহারের পরামর্শ দেওয় হয়েছে? এটি কি শিশুর জন্য সহনীয় বা উপযোগী? সে কি এটি ব্যবহার করে?

উপরের যে কয়টি ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হলো তার প্রতিটিই নিরূপণের জন্য প্রয়োজন রয়েছে। কেননা এই প্রতিটি ক্ষেত্রই পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এসকল বিষয় শিশুর সক্ষমতার উপরে প্রভাব ফেলে। শিশুকে পরিবেশ সম্পর্কে, পরিপার্শ্ব সম্পর্কে ধারণা পেতে সহায়তা করে, সক্ষম করে তোলে। দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া দূরূহ ব্যাপার। কেননা এটি দুটি ইন্দ্রিয়ের সমস্যার সম্মিলিত অবস্থানকে নির্দেশ করে। শিশুকে পরিচিত পরিবেশে নিরূপণ করা হলে সে তার প্রাত্যহিক রুটিন অনুযায়ী, পরিচিত উপকরণের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। ফলে শিশুর বিকাশ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উপাত্ত পাওয়া সম্ভব হয়। শিশুর যে সকল বিষয়ে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে সকলের সামনে শিশু তা উপস্থাপন করতে পারে। শিশুর নিরূপণ আরো নির্ভুল ও যথাযথ হবে যখন সে বাড়ী, স্কুলে ও সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করে।

পরিপূর্ণ বয়স্ক/ প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিরূপণ:

নিরূপণের মাধ্যমে একজন পূর্ণবয়স্ক শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। এই বিষয়টির সাথে সরকারের অন্যান্য বিষয়াবলীও সম্পৃক্ত। যখন কোন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষকে (যার প্রতিবন্ধিতা পরবর্তী জীবনে হয়েছে) নিরূপণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত করা হবে, সে ক্ষেত্রে কিছু বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে।

- শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তির ক্ষতির মাত্রা নিরূপণ। এর মাধ্যমে প্রাত্যহিক কাজে কি ধরনের প্রভাব পড়ছে তা দেখা।
- স্বাস্থ্যের অবস্থা বা কোন ধরনের চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন রয়েছে কিনা।
- গ্রহণমূলক ও প্রকাশমূলক উভয় যোগাযোগের ক্ষেত্রে তার চাহিদা।
- চলাচলের এবং কোন কিছু বুঝতে পারার সক্ষমতা।
- নতুন কোন দক্ষতা বিকাশের সম্ভবনা এবং যথাযথ সময়ে সেটি নিয়ে কাজ করা।
- ঘরে-বাইরে কাজের ক্ষেত্রে সহায়তা করা।
- ঘরের পরিবেশ উপযোগীকরণ এবং তার চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী উপকরণ প্রদান।
- সামাজিক কাজে সহায়তা।
- কল্যাণমূলক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সহায়তা।
- আধ্যাত্বিক ও মানসিক চাহিদা।

জন্মগতভাবে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী এমন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে নিরূপণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই নিচের বিষয়গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

- অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার।
- স্বাধীনভাবে কোন কাজ সম্পন্ন করবার দক্ষতা।
- নতুন কোন কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কী পন্থা বা কৌশল অবলম্বন করা হয়।
- পরিবেশগত চাহিদা।
- সামাজিক চাহিদা।
- অবসর সময়ে কী কাজ করে।

যেসকল শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কোন না কোন কাজের সাথে জড়িত, তাদের কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন হলে তা পৃথকভাবে নিরূপণ করতে হবে। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেভাবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ্য বোধ করবে নিরূপণকারী তার সাথে সেভাবেই যোগাযোগ করবে। প্রয়োজনে একাধিক কৌশল বা পন্থা ব্যবহার করা যেতে পারে। নিরূপণের ক্ষেত্রে যদি শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের চিন্তাভাবনাকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হলে তা নিরূপণ কার্যক্রম বিভিন্ন ভাবে লাভবান হয়। এর ফলে নিরূপণ দলের এবং অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে ভুলের পরিমান কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। একে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের সাথে আন্তরিক সম্পর্কের নির্দশন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একই সাথে এই প্রক্রিয়া শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ ও তার পারস্পরিক যোগাযোগ পন্থা উভয়কে শক্তিশালী করে।

নিরূপণ প্রতিবেদনে কী কী বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে:

নিরূপণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। নিরূপণ প্রক্রিয়ায় যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যই প্রতিবেদনে সন্নিবেশন করা হয়। প্রতিবেদনে শিশুর

সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশে অভিগম্যতা নিশ্চিত করবার জন্য যেসকল সহায়তার প্রয়োজন হয় সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান করা আবশ্যক। আমরা যখন কোন নিরূপণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবো তখন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন; আমাদের প্রধান পর্যবেক্ষণ কী? এসকল পর্যবেক্ষণ আমাদের সামনে কী উপস্থাপন করছে? এবং আমরা এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবো? নিরূপণ প্রতিবেদন তৈরিতে আমাদেরকে খুবই সচেতন থাকতে হবে। কেননা এর ভিত্তিতে শিশুর ভবিষ্যত পাঠ্যক্রম বা কর্মসূচি তৈরি করা হবে।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকে নিরূপণের হাতিয়ার (টুলস):

১. কাজের মাধ্যমে শিখন: এই টুলটি বহুবিধ প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে নিরূপণের জন্য ব্লাইন্ড পিপল এ্যাসোসিয়েশন, আহমেদাবাদ এবং ন্যাশনাল ইনিষ্টিটিউট ফর দ্যা ভিজ্যুয়াল হ্যান্ডিক্যাপড যৌথভাবে তৈরি করেছে। মাঠ পর্যায়ে বহুবিধ প্রতিবন্ধী মানুষের সাথে কাজ করবার অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন মানুষের সুচিন্তিত মতামত এই টুলকে সমৃদ্ধ করেছে।

এই টুলটি একই সাথে নিরূপণ টুল ও প্রোগ্রাম ম্যানুয়েল হিসেবে ২০০২ সালে তৈরী করা হয়। এই টুলটির কার্যক্ষেত্র নিচের বিষয়গুলোতেও প্রসারিত রয়েছে --

- সামাজিক ক্ষেত্রে
- ব্যক্তিগত পরিচর্যা
- কোন শিশুর সাথে পরিচিত হওয়া
- চলাচলের ক্ষেত্রে
- বাস্তব জ্ঞান
- নিজের পছন্দ অনুযায়ী জীবন যাপন
- কারিগরি দক্ষতা।

এই টুল বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মকান্ড যেমন বিভিন্ন উৎসব, চলচ্চিত্রের মতো বিষয়ের উপরে আলোকপাত করে। একই সাথে নিরূপণ ছক সম্পর্কে তথ্য প্রদান, শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের ব্যক্তিগত শিক্ষা পরিকল্পনা ও নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর পরীবিক্ষণের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে।

২. Screening checklis for sensory impairment: এই টুলটি ন্যাশনাল ইনিষ্টিটিউট ফর দ্যা মেন্টাল হ্যান্ডিক্যাপড (NIMH), সিকান্দারাবাদ তৈরি করে। NIMH এর বিশেষ শিক্ষা বিভাগের একটি প্রকল্প ‘মানসিক প্রতিবন্ধী ও বহুবিধ ইন্দ্রিয়গত সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের পুনর্বাসন মডেল তৈরি’ এর আওতায় এই চেকলিষ্ট তৈরি করা হয়। এই চেক লিষ্টে মাধ্যেমে শিশুর প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একই সাথে শিশুর ইন্দ্রিয়গত সমস্যার বিস্তারিত বর্ণনা পর্যবেক্ষণসহ সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। এই চেকলিষ্টে মাধ্যমে সুনিষ্টি সমস্যাগুলো যেমন শ্রবণ, দৃষ্টি, আচরণগত ইত্যাদি পৃথক করা হয়।

৩. Callier-Azusa পরিমাপক: এই পরিমাপক শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু ও যেসকল শিশুর তীব্র মাত্রার প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তাদেরকে নিরূপণের সহায়তার জন্য তৈরি করা হয়েছে। যে সকল শিশুর বিকাশ যথাযথভাবে হয় না তাদের কথা চিন্তা করে এই পরিমাপকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এটি কোন শিক্ষা পাঠ্যক্রম নয়। এর

লক্ষ্য হচ্ছে নিরূপণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে শিশুর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নির্দেশ করা। এই পরিমাপককে আমরা মূল্যায়নের কাজেও ব্যবহার করতে পারি।

Callier-Azusa পরিমাপক পাঁচটি ক্ষেত্রের ১৮টি উপ-পরিমাপকের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে-
১. মোটর ডেভেলপমেন্ট
২. চিন্তা ধারা বিকাশ
৩. প্রাত্যহিক কর্মকান্ডের দক্ষতা
৪. বোধ, পারস্পরিক যোগাযোগ ও ভাষা
৫. সামজিক বিকাশ।

এই পরিমাপকের ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে শিশুর আচার আচরণের উপরে। যা শিশু তার শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবার মাধ্যমে অর্জন করে। যিনি শিশুর সকল আচরণের সাথে পরিচিত তিনি এই পরিমাপকের ব্যবস্থাপনা করবেন।

শিশুর শ্রবণ ও দৃষ্টি সমস্যা নিরূপণের জন্য ব্যবহারিক নিরূপণ প্রক্রিয়া: সেন্স ইন্টারন্যাশনাল (ইন্ডিয়া) শিশুর শ্রবণ ও দৃষ্টি সমস্যা নিরূপণের জন্য ব্যবহারিক নিরূপণ কৌশল তৈরি করেছে। এই টুল ব্যবহার করে বিশেষায়িত স্কুল, এলাকা বা ক্যাম্পের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের প্রায়গিক শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি নিরূপণ করা হয়ে থাকে। এর প্রশ্নপত্র পূরণের জন্য শিশুর পরিবারে সদস্য, শিক্ষক বা পরিচিত জনের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। শিশু যখন তার পরিচিত পরিবেশে বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে তখনই এ প্রশ্নপত্র অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকে নিরূপণের জন্য এমন কাউকে নির্বাচন করা উচিত যিনি এ কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ। কেননা শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা শিশুর সকল ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। এমনকি শিশুর সাথে তার বাবা-মা এর সম্পর্ককেও প্রভাবিত করে থাকে। এক্ষেত্রে পরিবারের সমর্থন, সহায়তা ও পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এই নিরূপণ প্রক্রিয়ায় যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ পেশাজীবি মানুষ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এর মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত অভিজ্ঞ ব্যক্তি) অন্তর্ভূক্ত থাকে তবে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলের সন্নিবেশ ঘটে। এর ফলে সকলে তাদের অভিজ্ঞতা অপরের সাথে ভাগাভাগি করবার সাথে সাথে শিশুকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে পারে। যা শিশু ও তার পরিবারের জন্য বিশেষ সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হয়।